ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 65 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২২১ ● কলকাতা ● ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৪ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 28

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জ্ঞান বিতরণের কারণে আমাদের চিত্ত সর্বদা অন্যকে দেওয়ার দিকে থাকে। আমরা সর্বদা দাতা থাকি, যাচক নয়। আর এই দেওয়ার ক্ষমতাই আমাদের বিকশিত করে। প্রত্যেক সাধকের নিজেকে পরমাত্মারূপী বৃক্ষের এক ছোট ডাল ভাবতে হবে এবং পরমাত্মারূপী বৃক্ষ থেকে যা কিছু মেলে তা বিতরণ করা উচিত। বিতরণই ঠিক অর্থে সাধকের জীবন। যে বিতরণ করছে, সেই ঠিক অর্থে জুড়ে আছে, আর যে জুড়ে আছে সেই ঠিক অর্থে বেঁচে আছে।

মানুষের জীবনের সারা রহস্য এই 'বিতরণের' মধ্যে লুকিয়ে আছে। ক্রমশঃ

মনোজ পন্থকে চরম নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য সরকারের চার জন অফিসারকে সাসপেন্ড করার প্রশ্নে নবান্ন ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাতের পারদ দিল্লি পৌঁছে গেছে। কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল, বুধবার বিকেল ৫টার মধ্যে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থকে দেখা করতে হবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে।অর্থাৎ বিষয়টি এখন নবান্নের কোর্টে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কী সিদ্ধান্ত নেন সেটাই আসল কথা বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এই অবস্থায় সরকার আদালতের কাছে যাবে কিনা তাও দেখার।মনোজ পন্থ সুশীল ও ঠাণ্ডা মাথার আমলা বলে পরিচিত। নির্বাচন কমিশনের

নির্দেশ পাওয়ার পর বুধবার বিকেল পৌনে ৫টার মধ্যেই এদিন নয়াদিল্লির অশোক রোডে নির্বাচন সদনে পৌঁছে যান। তার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠকের পর বেরিয়ে আসেন মুখ্য সচিব।

এদিন বৈঠকে যাওয়ার সময়ে দৃশ্যত যতটা নিরুদ্বেগ ছিলেন মনোজ পন্থ, বেরিয়ে আসার পর ঠিক ততটাই শান্ত দেখায় তাঁকে। তবে তখনই সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি চাননি। তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের মুখ্য

এরপর ৩ পাতায়

রেমিডিয়াম লাইফ কেয়ার অর্থবছর '26 এর প্রথম ত্রৈমাসিক ₹46,488 কোটি টাকার মুনাফা দিয়ে শুরু করেছে, যা অর্থবছর '25 এর প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় দ্বিগুণ লাভ করেছে এবং এর সম্প্রসারণ পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

• 2026 অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (Q1FY26) PAT 327% বেড়ে হয়েছে ₹468.88 লক্ষ টাকা, যা 2025 অর্থবছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (Q4FY25) ₹ 204.60 লক্ষ টাকার লোকসানের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

• 2026 অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (Q1FY26) PAT হয়েছে ₹ 464.88 লক্ষ টাকা, যা পুরো 2025 অর্থবছরের (FY25) ₹ 212.94 লক্ষ টাকার PAT-এর তুলনায় বেশি।

মুম্বাই, 12 আগস্ট, 2025: রেমেডিয়াম লাইফকেয়ার লিমিটেড, যা ফার্মাসিউটিক্যাল সরবরাহ চেইন এবং বিশেষায়িত রাসায়নিক খাতে দ্রুত বর্ধনশীল একটি প্রতিষ্ঠান, 2025 সালের 30 জুন সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে, যেখানে কর্মদক্ষতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে। কোম্পানিটি ₹ 464.88 লক্ষ টাকার কর-পরবর্তী মুনাফা (PAT) রিপোর্ট করেছে, যা 2025 সালের 31 মার্চ সমাপ্ত পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রেকর্ড করা 204.60 লক্ষ টাকার লোকসান থেকে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রথম ত্রৈমাসিকের মুনাফা ইতিমধ্যেই কোম্পানির পূর্ণ-বছরের FY25-এর মোট মুনাফা 2,129.40 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, যা দৃঢ় ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং লাভজনকতার দ্রুত পুনরুদ্ধারের কথা তুলে ধরে।

পর্যালোচনাধীন প্রান্তিকে, রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার ₹ 11,336.67 কোটি টাকা পরিচালন রাজস্ব পোস্ট করেছে। কর-পূর্ব মুনাফা (PBT) দাঁড়িয়েছে ₹ 571.23 কোটি টাকা, যা কার্যকর খরচ ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার উপর কোম্পানির মনোযোগ প্রতিফলিত করে। এই কর্মদক্ষতা কোম্পানির কৌশলগত বাস্তবায়ন ও স্থিতিস্থাপকতাকে তুলে ধরে, যা আসন্ন ত্রৈমাসিকগুলোতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে।

কর্মদক্ষতা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রেমেডিয়াম লাইফকেয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. আদর্শ মুঞ্জাল বলেন: রেমেডিয়াম লাইফকেয়ারের জন্য এই ত্রৈমাসিক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কার্যকরী দক্ষতা এবং বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আমাদের কেন্দ্রিক কৌশল একটি শক্তিশালী পরিবর্তন এনেছে, যেখানে প্রথম ত্রৈমাসিকের PAT পুরো 2025 অর্থবছরের মুনাফাকে অতিক্রম করেছে।"আমরা এই গতিকে আরও শক্তিশালী করার এবং আমাদের মূল স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ ব্যবসার প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়ার উপর মনোনিবেশ করছি, একই সাথে আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য টেকসই মূল্য প্রদান করছি।"

প্রথম ত্রৈমাসিকের শক্তিশালী ফলাফল খরচের অপ্টিমাইজেশন, পরিচালনাগত দক্ষতা এবং বাজারের প্রবণতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোম্পানির ক্ষমতা তুলে ধরে। বর্তমান পারফরম্যান্স ইঙ্গিত দেয় যে রেমিডিয়াম লাইফ কেয়ার আগামী ত্রৈমাসিকে তার প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ভালো অবস্থানে রয়েছে।

শক্তিশালী আর্থিক কর্মদক্ষতার ধারাবাহিকতায়, রেমেডিয়াম লাইফকেয়ার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যার লক্ষ্য হলো অ্যান্টি-ইনফেকটিভস, কার্ডিওভাসকুলার এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (CNS) চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটানো।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক রেমিটফার্স্ট২ইন্ডিয়া চালু করেছে - ভারতে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে টাকা ট্রান্সফার করার জন্য একটি নতুন যুগের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা, আগস্ট ২০২৫: আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক RemitFIRST2India চালু করার ঘোষণা করেছে, এটি একটি পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল রেমিট্যান্স প্ল্যাটফর্ম যা অনাবাসী ভারতীয়দের (NRIs) ভারতে তাদের পরিবারের কাছে দ্রুত, নিরাপদে এবং শূন্য ট্রান্সফার ফি ছাড়াই টাকা পাঠাতে সাহায্য করে। আইডিএফসি ফার্স্ট-এর এনআরআই গ্রাহকরা কেবল মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপে লগ-ইন করে লেনদেন করতে পারবেন। আইডিএফসি ফার্স্ট-এর নন-এনআরআই ব্যবহারকারীদের জন্য, প্ল্যাটফর্মটি একটি ডেডিকেটেড ওয়েব-পোর্টালের মাধ্যমে একটি সহজ, কাগজবিহীন অনবোর্ডিং যাত্রা প্রদান করে। সম্পূর্ণরূপে সম্মতিপূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন ক্রস বর্ডার পেমেন্ট অভিজ্ঞতা প্রদান করার জন্য, মনিটারি অথরিটি অফ সিঙ্গাপুর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি শীর্ষস্থানীয় রেমিট্যান্স প্রদানকারী সিংএক্স -এর সাথে অংশীদারিত্বে RemitFIRST2India চালু করা হয়েছে। বর্তমানে, প্ল্যাটফর্মটি সিঙ্গাপুর এবং হংকং থেকে স্থানান্তর সমর্থন করে, অন্যান্য দেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সহ। এটি গ্রাহককে লেনদেনের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে লাইভ লেনদেন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে আপডেট দেয়। প্ল্যাটফর্মটি গতি, স্বচ্ছতা এবং সহজ অ্যাক্সেসের উপর জোর দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে।

ঘরের ছেলে থাকছেন ঘরেই, হুমায়ুন তৃণমূল ছাড়ছে না

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির গত কয়েকমাস ধরেই বেসুরে গান গাইছিলেন। বার বার দল বিরোধী কথা বলে ফোকাশে আসছিলেন। এমন কি নতুন দল গড়ার কথাও বলেছিলেন। তারপরেই গত সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিন ঘন্টা মিটিংয়ের পরেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বললেন, তিনি তৃণমূলেই থাকবেন। সোমবার ছিল বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের জেলার সাংগঠনিক নেতৃত্বদের নিয়ে মিটিং ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই সাংগঠনিক বৈঠকে ডাক দেওয়া হয়েছে হুমায়ুন-সহ তিন জেলার দশ বিধায়কদের। সংশ্লিষ্ট বৈঠক থেকে ভরতপুরের বিধায়ক কী সিদ্ধান্ত নেন সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল রাজনৈতিক মহল। দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলা তিন ঘণ্টার বৈঠক শেষে জানা গেল, ঘরের ছেলে থাকছেন ঘরেই। এ দিন বৈঠক শেষের পর হাসিমুখে বেরলেন তৃণমূল বিধায়ক। মিটিংয়ে কী হল সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই একগাল হাসি নিয়ে বললেন, “নো কমেন্টস...নো কমেন্টস।” তারপর বললেন, “বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়! আমি বৈঠকে সন্তুষ্ট। যা নির্দেশ দিল বলার মতো না। অভ্যন্তরের ব্যাপার। তবে, বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়।”স্বাভাবিক কারণেই বোঝা গেলো দল ছাড়ার রিস্ক হুমায়ুন কবির নেবেন না। বরং অভিষেকের কাছে তিনি গুড বয় হয়েই থাকতে চান।

ভরতপুরের বিধায়ক বরবরই সরব হয়েছিলেন দলের একাংশ সভাপতি ও জেলা পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম, খলিলুর রহমান, অপূর্ব সরকারদের বিরুদ্ধে। এত বছর ধরে দল করলেও তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ-অনুযোগ করতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে। তবে কোনওদিন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছিল, “যাঁরা সভাপতি রয়েছেন, তাঁরা সমস্যা। কোনও আলোচনা করেননি। কোনও গুরুত্ব আমি পাই না। বিধানসভার ক্ষেত্রে পাই না, ৬২ বছর ধরে যেখানে থাকি, রেজিনগর বিধানসভাতেও গুরুত্ব নেই। আমাদের থেকে যারা অনেক জুনিয়র, অপূর্ব সরকার হোক, কিংবা খলিলুর রহমান তাঁরা গুরুত্ব পাচ্ছেন।” এরপরেই তার ক্ষোভ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে অভিষেক।

রাজ্যে নির্বাচনের আগে জনসংযোগ জোরদার করল মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে জনসংযোগ জোরদার করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন।'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আওতায় এবার মন্ত্রীরা সরাসরি শিবির পরিদর্শনে নামছেন। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি জেলায় একজন করে মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সংশ্লিষ্ট এলাকার শিবিরে হাজির থাকতে হবে।

মন্ত্রীদের মূল দায়িত্ব হবে শিবিরে জমা পড়া অভিযোগ, আবেদন ও পরামর্শ দ্রুত কার্যকর করার জন্য তদারকি করা। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন- কোনও মন্ত্রীকে তাঁর

এরপর ৪ পাতায়

মনোজ পন্থকে চরম নির্দেশ কমিশনের

সচিব মনোজ পন্থকে সিইসি জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ৭ দিনের মধ্যে কমিশনের নির্দেশ পালন করে রিপোর্ট দিতে হবে। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারের নাম ঢোকানের ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগে যে ৪ জন অফিসারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছিল কমিশন, তা পালন করতে হবে। শুধু তা নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর-ও দায়ের করতে হবে।

রাজ্যের অফিসারদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাসপেন্ড করতে চান না তা খোলাখুলিই জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মুখ্য সচিবকে বলেন, আপনি কেন কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করলেন না।

জবাবে মুখ্য সচিব জ্ঞানেশ কুমারকে বলেন, রাজ্য সরকার ওই চার জন অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে। তা ছাড়া দুজনকে কমিশনের কাজ থেকে সরানো হয়েছে।

এতে সন্তুষ্ট হননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, আমরা আপনার জবাব দেখেছি। কিন্তু একটা সোজা কথা, আপনাকে একটা সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেটা মানতে অসুবিধা কোথায়। যেখানে নির্বাচন কমিশন সুপারিশ করছে, আপনাদের তো সেটা মানতে অসুবিধা ছিল না। কমিশনের এক্তিয়ার তো জানেন।

সূত্রের খবর, জবাবে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ বলেন, হ্যাঁ আমিও অনেকগুলো নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছি। কমিশনের নিয়ম জানি। তবে এটা তো একটা সরকারের ব্যাপারে। প্রশাসনিক বিষয় কেমন ভাবে এগোয় নিশ্চয়ই আপনারা জানেন।

এর পরেও কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সব নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। তাতে আবার মুখ্য সচিব বলেন, এর মধ্যে তো অনেকগুলো ছুটি আছে। কমিশন তখন বলে, ঠিক আছে ৭ দিন সময় নিন।

কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এদিনের বৈঠকে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ বুঝিয়ে দেন যে, চার জন অফিসারকে সাসপেন্ড করার বিষয়টি তাঁর একার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। মুখ্যমন্ত্রী কী সিদ্ধান্ত নেন তার উপর নির্ভর করছে। বড়জোর তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়মটা জানাতে পারেন। সুতরাং কমিশন ৭ দিনের মধ্যে যেভাবে নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে বলেছে, সে ব্যাপারে তাই এদিন স্পষ্ট করে কোনও জবাব দিয়ে আসেননি মনোজ পন্থ। কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি তা জানাবেন বলেই কমিশনকে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন।

সম্পাদকীয়

নবান্ন অভিযানের পর পুলিশের তলব

নবান্ন অভিযানে পুলিশকে কটূক্তি করার অভিযোগ। বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দাকে ইতিমধ্যেই নিউ মার্কেট থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। ১৭ অগস্ট তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। তার আগেই হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন অশোক দিন্দা।এদিকে, পুলিশ বুধবারই অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে প্রথম গ্রেফতার চন্দন গুপ্ত। সেদিনের অশান্তির ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। সিসিটিভিতেও অভিযুক্তকে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।সঙ্গে রয়েছেন কালী খটিক, ,তাঁকে পুলিশ ডেকে পাঠিয়েছে, তিনিও আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি এদিন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পান্ডা এবং অর্জুন সিংও আদালতের দ্বারস্থ হন। নবান্ন অভিযানের পরবর্তীকালে যত মামলা দায়ের হয়েছে, সমস্ত খারিজের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান আইনজীবীর। বৃহস্পতিবার ১৪ অগস্ট মামলার শুনানি।

উল্লেখ্য, নবান্ন অভিযানের দিন অশান্তির মাঝেই অশোক দিন্দা পুলিশের উদ্দেশে কটূক্তি করেছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ গোটা বিষয়টি মাথায় রেখেছিল। এরপর এর ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ না মানার অভিযোগ উঠেছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

উপস্থিত হয়। এর ফলে, ভয় পেয়ে জরৎকারু পালিয়ে যান। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং তাঁদের পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়।এরপর মনসা তাঁর সহচরী নেতার সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন মানব ভক্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে লোকেরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু যারা তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে, তাদের চরম দুরবস্থা সৃষ্টি করে তাদের পূজা আদায় করেন মনসা। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পূজা লাভে সক্ষম হন। এমনকি মুসলমান শাসক হাসানও তাঁর পূজা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

রাজ্যে নির্বাচনের আগে জনসংযোগ জোরদার করল মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্রের শিবিরের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, যাতে পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ হয়। যেমন, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে হুগলির শ্রীরামপুরের শিবিরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থাকছেন হাওড়া সদরের শিবিরে, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া দক্ষিণ কলকাতার, আর পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় যাবেন যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবারের শিবিরে। প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মন্ত্রীদের সরাসরি শিবিরে উপস্থিতি এবং জনসাধারণের অভিযোগ, আবেদন ও পরামর্শ গ্রহণের ফলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হবে। এতে ভোটের আগে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি শিবির পরিদর্শনের পর মন্ত্রীদের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে নিয়মিত নবান্নে জমা দিতে হবে। এই রিপোর্টে সমাধান হওয়া সমস্যা, বাকি থাকা অভিযোগ, এবং ভবিষ্যৎ করণীয় পরিকল্পনার উল্লেখ থাকবে, যাতে প্রকল্পের অগ্রগতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ থেকে একটি গৌণ সিদ্ধান্ত এই যে ডাকিনী শব্দটা ডাক বা ডক্কা থেকেই এসে থাকবে, তিব্বতী প্রভাব নয়, যদিও শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন যে ডাকিনি এসেছে তিব্বতি ডাক থেকে যার অর্থ জ্ঞান (বাংলার শাক্তধর্ম ১৯৫),

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আইজিএনসিএ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে অভিন্ন এক মঞ্চে আনার জন্য বিএসআইপি-র সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ২০২৫

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের স্বায়ত্তশাসিত ট্রাস্ট নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস (আইজিএনসিএ) বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জন্য অভিন্ন একটি মঞ্চ গড়ে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন স্বশাসিত সংস্থা বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্সেস (বিএসআইপি)-এর সঙ্গে একটি সমঝতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। এই উপলক্ষে আইজিএনসিএ ১১টি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠক্রমের জন্য একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। আইজিএনসিএ-এর পক্ষে ডঃ সচ্চিদানন্দ যোশী এবং বিএসআইপি-র পক্ষে অধ্যাপক মহেশ জি ঠক্কর এই সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ভারতে এই প্রথম বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে একটি অভিন্ন মঞ্চে রেখে চর্চা করার উদ্যোগ শুরু হয়। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে দেশের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরাই এর মূল লক্ষ্য। কালচারাল ইনফোটিক্স, ভারতীয় সাহিত্য সহ ১১ রকমের বিষয়ের ওপর আইজিএনসিএ এই পাঠক্রম পরিচালনা করবে। এর মাধ্যমে চিরায়ত জ্ঞানকে সমসায়মিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যুক্ত করা হবে। যাঁরা এই পাঠক্রমে অংশ নেবেন, তাঁরা দক্ষ পেশাদার হয়ে উঠবেন। এই পাঠক্রমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মতবিনিময়ের বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করা হবে। আইজিএনসিএ এবং বিএসআইপি-র মধ্যে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের ফলে গবেষণা, বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, সংগ্রহশালার মানোন্নয়ন ঘটানো, অডিও-ভিস্যুয়াল বিভিন্ন উপাদান তৈরি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনার মতো নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ঐতিহ্যকে নতুন নতুন পন্থায় উপস্থাপন করা হবে। অধ্যাপক মহেশ জি ঠক্কর বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এক সচেতনতা গড়ে উঠবে। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করার এবং ভবিষ্যতে তা সংরক্ষণের জন্য যুব সম্প্রদায় উৎসাহিত হবে। ডঃ সচ্চিদানন্দ যোশী আইজিএনসিএ-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে নতুন সংসদ ভবনের বিভিন্ন শিল্পকলার নিদর্শন তৈরি করা, ভারত মণ্ডপমে বিশ্বের বৃহত্তম অষ্টধাতু দিয়ে নির্মিত নটরাজ মূর্তি ও ওসাকা এক্সপোতে ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন তৈরি। আইজিএনসিএ 'মেরা গাঁও মেরী ধারোহার' কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য নথিভুক্ত করেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

খুন হয়ে যেতে পারি', পুণে আদালতে প্রাণনাশের আশঙ্কা প্রকাশ রাহুলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুণে: কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা বিনায়ক সাভারকরকে নিয়ে 'সত্যি' বলার জন্য মহাত্মা গান্ধির মতো তিনিও খুন হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন রাহুল গান্ধি। বুধবার (১৩ অগস্ট) পুণের সাংসদ-বিধায়ক আদালতের বিচারকের কাছে নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা করে উপযুক্ত নিরাপত্তা চেয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। আবেদনে রাহুল বলেছেন, 'যুক্তি আর তথ্য-প্রমাণ দিয়ে আমার তোলা বিষয়ের মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ক্ষতি করার চেষ্টা চলতে পারে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে। কিংবা অন্য কোনও উপায়ে লক্ষ্য বা নিশানা বানানো হতে পারে। ফলে আমার প্রাণ রক্ষার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা হোক।'দাদুকে নিয়ে 'অবমাননাকর' মন্তব্যের অভিযোগ তুলে রাহুলের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করেছেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাতি সাত্যকি সাভারকর। যিনি আবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির খুনি নাথুরাম গডসে ও গোপাল গডসের বংশধর। পুণের সাংসদ-বিধায়ক আদালতে ওই মামলা চলছে। বুধবার (১৩ অগস্ট) বিচারকের কাছে এক আবেদনে নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। আবেদনপত্রে তিনি বলেছেন, 'আমার প্রাণ হুমকির মুখে রয়েছে। সম্প্রতি আমি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট চুরি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হয়েছি। আগে সাভারকরকে নিয়ে মন্তব্য করেছি। যার ফলে আমার নিরাপত্তা বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। যিনি আমার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছেন (সাত্যকি সাভারকর) তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন মহাত্মা গান্ধিকে খুনে জড়িত নাথুরাম গডসে-গোপাল গডসের বংশধর। যাদের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক ও হিংসামূলক কাজকর্মে সক্রিয়তার অভিযোগ ছিল।'

ইউনুসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সংঘাতের পথে 'বিপ্লবী ছাত্র'রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিপ্লবী ছাত্রদের সঙ্গে ইউনুসের সংঘাত চরমে। ২০২৪-এর জুলাইতে গণ অভ্যুত্থানের পর আগস্ট মাসে অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে। যার মুখ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পান মহম্মদ ইউনুস। চাপের মুখে সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে হতে চলেছে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন।যদিও ইউনুস ও তার সরকারের বিরুদ্ধে এককাট্টা বিপ্লবী ছাত্ররা। মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী ঢাকার খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এনসিপির যুব সংগঠন যুবশক্তির কাউন্সিলে দেওয়া বক্তব্যে নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সংস্কার দাবি করে বলেন, 'ডিজিএফআই যদি রাখতেই হয় তাহলে সংস্কার করে রাখতে হবে। আয়নাঘর ভেঙে দিয়েছি, এবার ডিজিএফআইয়ের হেডকোয়ার্টারও ভেঙে দেব।' দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক করে এনসিপির এই নেতা বলেন, 'ভবিষ্যতে অনেক সংকট আসন্ন, সবাই সতর্ক থাকুন। জাতীয় পার্টি কাউন্সিল করে পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। বিদেশি দূতাবাসগুলো উত্তাপ বাড়াচ্ছে। কিছু করলে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে।'

যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারি। তিনি বলেছেন, 'ঘোষণা করছি, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না। কারণ, নতুন সংস্কার বা নতুন সংবিধান, কোনও কিছুই আমরা পাইনি। যদি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হয় তাহলে আমার যে ভাইয়েরা শহিদ হয়েছিল সংস্কারের জন্য, নতুন সংবিধানের জন্য, সেই মরদেহ সরকারকে ফেরত দিতে হবে।

যদিও আগামী বছরই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে চলেছে, ফের তা জানিয়ে দিলেন মহম্মদ ইউনুস। আগামী নির্বাচনে ব্যান করা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামি লিগকে। ওপার বাংলার আমজনতার একাংশ বলছেন, দেশে একনায়ক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন ইউনুস। সেই অভিযোগ মানতে নারাজ তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা জানিয়েছেন, সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে-যাতে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। ইউনুস আরও জানিয়েছেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং ক্ষমতার প্রকৃত মালিক-জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বুধবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করে বক্তব্য রাখার সময় এমনটাই জানান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ।

দেশজুড়ে ১ থেকে ৩০ নভেম্বর ডিজিটাল পদ্ধতিতে লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৪.০ কর্মসূচি পালন করবে পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ দপ্তর

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ২০২৫

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নভেম্বর মাসে পেনশনের জন্য লাইফ সার্টিফিকেট প্রতি বছর জমা দিতে হয়। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেন ৩.০ গত বছর দেশের ৮৪৫টি শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদন জমা পড়ে। এ বছর নভেম্বর মাস জুড়ে চতুর্থ ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের ১,৮৫০টি জেলা এবং শহরে ২,৫০০টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। দপ্তর এই মর্মে ৩০ জুলাই এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যেসব ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন দেওয়া হয়, সেই ব্যাঙ্কগুলি ছাড়াও ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, টেলিযোগাযোগ দপ্তর, রেল, বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং ইউআইডিএআই এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে।

পেনশন এবং পেনশনভোগী কল্যাণ দপ্তরের সচিব শ্রী ভি শ্রীনিবাস আজ এই বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন। দেশের ১৬টি জেলা এবং মহকুমায় ডাকবিভাগের আইপিপিবি এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করবে। ১৯টি ব্যাঙ্ক, যেখান থেকে পেনশন দেওয়া হয়, ৩১৫টি শহরে এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ১,৮৫৮টি এ ধরনের শিবির বসবে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১০২, আসামে ৭৪, ত্রিপুরায় ২২ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৬টি শিবির বসবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৮২, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ৩১, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২৭, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ২৪, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২০, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ১৬, কানাড়া ব্যাঙ্ক ও এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ১২, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ১১, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক ১০, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ৬, ইউকো ব্যাঙ্ক ও বন্ধন ব্যাঙ্ক ৫, আইডিবিআই এবং কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক দুটি করে শিবিরের আয়োজন করবে।

ঘর ঘর তেরঙ্গা' প্রচারাভিযানের আওতায় আজ নতুন দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

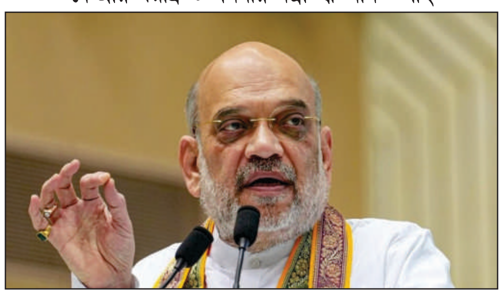

নতুন দিল্লি, ১৩ অগাস্ট, ২০২৫

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ 'ঘর ঘর তেরঙ্গা' প্রচারাভিযানের আওতায় আজ নতুন দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন।

এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে শ্রী অমিত শাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে 'ঘর ঘর তেরঙ্গা' অভিযান শুরু হয়েছিল তা আজ এক গণ অভিযানে পরিণত হয়েছে। এই অভিযান গোটা দেশকে ঐক্যের যোগসূত্রে বেঁধে দেশপ্রেমের অনুভবকে আরও জোরদার করে তুলছে। অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁদের ত্যাগ, তপস্যা ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে সাকার করেছিলেন। ১৪০ কোটি দেশবাসী ভারতকে উন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

সিনেমার খবর

সিনেমার ট্রেলারেই ঝড় তুললেন রজনীকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বয়স ৭৪, তবে স্টারডমে এখনও আগের মতোই অপ্রতিরোধ্য রজনীকান্ত। দক্ষিণের সুপারস্টার ফের ঝড় তুললেন নতুন সিনেমা ‘কুলি’র ট্রেলারে। নির্মাতা লোকেশ কঙ্গরাজের পরিচালনায় এই ছবির ট্রেলার প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে উত্তেজনার ঝড়। অনুরাগীরা বলছেন ‘রজনীকান্ত এখনো ফুরিয়ে যাননি।’

গতকাল (২ আগস্ট) রাতে প্রকাশিত হয়েছে ‘কুলি’র ৩ মিনিট ২ সেকেন্ড দীর্ঘ ট্রেলার। অ্যাকশন, থ্রিল এবং তারকাবহুল উপস্থিতির মিশেলে নির্মিত এই ট্রেলার শুরু হয় একটি মনোলগ দিয়ে: 'কারও জন্ম হলে, তার মৃত্যুও তখনই লেখা হয়ে যায় হাতের রেখায়।'

এই এক লাইনেই তৈরি হয় রহস্য ও উত্তেজনার আবহ।

ছবির গল্প এগিয়েছে স্বর্ণ পাচারের প্রেক্ষাপটে। ট্রেলারে দেখা যায়, এক ব্যক্তি ১৪ হাজার কুলির ভিড়ে খুঁজছে একজন নির্দিষ্ট কুলিকে। আর তখনই স্ক্রিনজুড়ে বাজতে থাকে অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্রনের সুর, আবির্ভূত হন রজনীকান্ত। এক সময়ের ভয়ংকর স্বর্ণ পাচারকারী, যিনি হারানো গৌরব ফিরে পেতে তৈরি ভয়ংকর প্রত্যাবর্তনের জন্য।

ট্রেলারে অল্প সময়ের জন্য দেখা মেলে বলিউড সুপারস্টার আমির খানের। একঝলকে নজরে আসেন দক্ষিণী দুই তারকা নাগার্জুনা ও সত্যরাজও। এছাড়া সিনেমাটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন উপেন্দ্র, শ্রুতি হাসান প্রমুখ।

রজনীকান্ত ভক্তদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একজন লিখেছেন,'রজনীকান্ত বোঝালেন, তিনিই এখনো রাজা! এই বয়সেও এমন স্ক্রিন প্রেজেন্স!'

আরেকজন বলছেন, 'লোকেশ ও রজনীকান্ত এই জুটি মানেই বিস্ফোরণ। ট্রেলার সেটারই ইঙ্গিত দিল।'

প্রায় ৩৫০ কোটি রুপি বাজেটের এই মেগা প্রজেক্টের শুটিং শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের ৫ জুলাই, শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের ১৭ মার্চ। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ১৪ আগস্ট, বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে।

আরও পেছাল রণবীরের ‘ডন ৩’র শুটিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা রণবীর সিংয়ের আগামী সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ইতোমধ্যে ভালো আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নির্মাতারা জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিক থাকলে ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবি। তবে ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে আলোচনার মাঝেই গুঞ্জন আরও একটা বড় সিনেমা ‘ডন ৩’র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে অনেকে।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ২০২৩ সালের আগস্টে শুরু হবে ‘ডন ৩’র শুটিং। কিন্তু ফারহান আখতারের ‘বাহাদুর ১২০’ সিনেমার কাজে ব্যস্ততার কারণে ‘ডন ৩’র শুটিং স্থগিত হয়। নতুন সময়সূচি ছিল ২০২৫ সালের মে-জুন মাসে শুটিং শুরু করার। কিন্তু এবারও সেটা সম্ভব হয়নি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ‘ডন ৩’র শুটিং আরও পিছিয়ে গিয়ে আগামী বছর থেকে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকী কিছু মহল বলছে, ‘ডন ৩’ সিনেমাটি হয়তো আর হবে না। খলনায়কের ভূমিকায় থাকছেন বিক্রান্ত মেসি, কিন্তু তিনি সিনেমাটি ছেড়ে যাচ্ছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। বিক্রান্তের বিদায়কে শুটিং পিছানোর অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

একটি বক্স অফিস ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘ডন ৩’ আগামী বছরের জন্য স্থগিত রাখা হতে পারে, আর বন্ধ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এই খবর রণবীর সিংকে দেওয়া হয়েছে, তবে এখনো তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

এর আগে ‘ডন ৩’র থেকে সরে গিয়েছেন কিয়ারা আদভানি, যিনি বর্তমানে মা হয়েছেন। তাঁর জায়গায় কৃতি শ্যাননকে নেওয়ার কথাও উঠেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি। কৃতিও এ নিয়ে মুখ খোলার থেকে বিরত রয়েছেন।

ছারপোকার জ্বালায় অতিষ্ঠ, কান্নাকাটি করে চলে আসেন মুনমুন

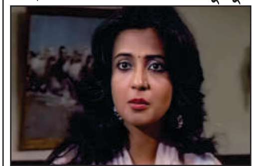

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুনমুন সেন এক দিকে যেমন অভিনেত্রী তেমনই আবার তার আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি হলেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের মেয়ে। এককালে সুন্দরী নায়িকা বললেই তার নাম থাকত তালিকায় সবার ওপরে। যেহেতু তার মা টালিউডের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী। তাই সবাই ধরেই নিয়েছিল অভিনয় ক্ষমতা তার মধ্যে জন্মগত। তবে শুধু অভিনয় নয়, নায়িকা যে দারুণ ছবি আঁকতে পারেন সেই কথা অনেকেরই জানা নেই। বেশ অনেকগুলো বছর আগে পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঞ্চালিত ‘ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি’ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অভিনেত্রী অতিথি হিসাবে।

অনুষ্ঠানে এসে নিজের পরিবার, মা-বাবা, ঠাকুরদা, তার ছোটবেলার কথা গল্প করেছিলেন। সেখানেই উঠে আসে নায়িকার ছবি আঁকার শখের কথা। এমনকি মেয়ে রাইমা সেন এবং রিয়া সেনকে তাদের ছবির জন্য অনেক সময় শাড়িও বেছে দিয়েছেন মুনমুন। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের অনেকেই জানেন যে অভিনেত্রীর একটা সৃজনশীল সত্তা রয়েছে। মুনমুন জানিয়েছিলেন, ছোটবেলায় পরিতোষ সেনে কাছে আঁকা শেখার কথা ছিল। কিন্তু কালেচক্রে সেটি হয়নি। তবে ছোটবেলা থেকেই আঁকার প্রতি ঝোঁক থাকার জন্য তাকে ভর্তি করানো হয়েছিল আর এক বিখ্যাত অঙ্কনশিল্পীর কাছে।

মুনমুন বলেন, আমি ছোটবেলায় যামিনী রায়ের কাছে আঁকা শিখেছি। কিন্তু খুব বেশি দিন শিখতে পারিনি। কারণ ওখানে আমায় খুব ছারপোকা কামড়াতো যেখানে বসতাম। তাই কান্নাকাটি করে চলে এসেছিলাম। তারপর আর যাওয়া হয়নি।

মা-বাবার একটিই মেয়ে হিসাবে অনেকটা আদুরেও ছিলেন অভিনেত্রী। তাই বড় হয়ে ওঠাও আর পাঁচ সাধারণের চেয়ে একটু অন্যরকম। বেশ অনেকগুলো সিনেমায় নায়িকা হিসাবে দেখা গিয়েছিল তাকে। পরে অবশ্য দুই মেয়েকে বড় করে তুলতেই অনেকটা সময় কেটে যায় তার। মুনমুনের দুই মেয়ে রাইমা এবং রিয়া দুজনেই কলকাতা এবং মুম্বাই দুই জায়গায় জনপ্রিয় মুখ।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে রানের রাজা এখন রুট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেটে কিছু রেকর্ড এমনই যা কেবল গড়া যায়, ভাঙা নয়। ইংল্যান্ডের জো রুট এবার গড়লেন তেমনই এক অনন্য রেকর্ড। ওভালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নেমে রুট বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০০০ রান পূর্ণ করেছেন।

২০১৯ সালে শুরু হওয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এটি রুটের ৬৯তম ম্যাচ। এই টুর্নামেন্টে কেউ এখনো ৫০০০ রানের কাছেও পৌঁছাতে পারেননি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথের রান ৫৫ টেস্টে ৪২৭৮। তৃতীয় স্থানে থাকা মারনাস লাবুশেনের সংগ্রহ ৫৩ ম্যাচে ৪২২৫ রান।

রুটের এই রেকর্ড এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ধারাবাহিকতা ও সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় প্রতিটি খেলোয়াড়কে। গত ছয় বছরে রুট করেছেন ২০টি সেঞ্চুরি, সঙ্গে ২৩টি হাফ-সেঞ্চুরি। ওভালেই সেঞ্চুরির সংখ্যা ২১-এ নিয়ে যেতে তার দরকার মাত্র ২ রান। বয়স ৩৪ হলেও তার ব্যাটে এখনও একই ধারাবাহিকতা।

রুটের কীর্তি এখানেই থামে না। ভারতের বিপক্ষে এক সিরিজে তিনবার ৫০০-এর বেশি রান করা একমাত্র ব্যাটার এখন তিনিই। এই তালিকায় দুইবার করে এমন কীর্তি গড়েছেন এভারটন উইকস, জহির আব্বাস, ইউনিস খান, গ্যারি সোবার্স ও রিকি পন্টিং।

এছাড়াও, ঘরের মাঠে পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলার দিক থেকেও রুট যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। ইংল্যান্ডে তার ৫৭টি ফিফটি-প্লাস ইনিংস। এই রেকর্ডে তার সঙ্গী দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক ক্যালিস ও শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনে। শীর্ষে রয়েছেন রিকি পন্টিং, অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছেন ৬১টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস।

পাকিস্তানকে খোঁচা ভারতের সাবেক ক্রিকেটারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব কিংবদন্তি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এর ফাইনালে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নদের ৯ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়নস। তবে ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নয়, বরং ভারতের সাবেক ব্যাটার সুরেশ রায়নার টুইট।

এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ রাইনা লেখেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকাকে অভিনন্দন! আমরা খেললে তো পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিতাম, কিন্তু...।'

এ মন্তব্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রায়নার কটাক্ষ স্পষ্ট। কারণ ভারত চ্যাম্পিয়নস দল, (যার নেতৃত্বে ছিলেন যুবরাজ সিং) পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচেই অংশ নেয়নি। প্রথমে লিগ পর্বে, পরে সেমিফাইনালে- দুইবারই ভারত দল খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। সেমিফাইনালে ভারতের এই সিদ্ধান্তে বিনা খেলায় ফাইনালে চলে যায় পাকিস্তান।

ফাইনালে পাকিস্তান ২০ ওভারে ১৯৫/৫ রান করলেও, ডি ভিলিয়ার্সের অপরাজিত ১২০ রানে মাত্র ১৬.৫ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়ারা জয় পায় ৯ উইকেটে। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই ডি ভিলিয়ার্স ছিলেন দুর্দান্ত ফর্মে, হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরাও।

এদিকে ভারতের ম্যাচ বয়কটের ঘটনার ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) টুর্নামেন্টে ভবিষ্যতে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

পিসিবির অভিযোগ, 'একটি দল ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যাচ না খেলেও যেভাবে পয়েন্ট পেল, তা ছিল ভণ্ডামিপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট।'

তারা আরও জানায়, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল নিয়ে আয়োজকদের বিবৃতি ছিল 'রাজনৈতিক প্রভাব ও জাতীয়তাবাদী আবেগের কাছে নতজানু।'

২০ বছর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে থাকতে চান আমুরি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

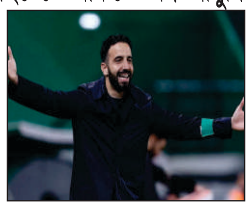

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হুবেন আমুরি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আগামী ২০ বছর পর্যন্ত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থাকতে চান। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আবারো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এবং ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইউনাইটেড নিজ ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে এরিক টেন হাগকে বরখাস্ত করার পর দায়িত্ব নেন আমুরি। যদিও স্পোর্তিং লিসবনে অসাধারণ সাফল্যের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে তাঁর কাজের শুরুটা কঠিন ছিল। প্রিমিয়ার লিগে ২৭ ম্যাচে মাত্র ৭ জয় পেয়েছে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি, যা শেষ সিজনে তাদের লিগে ১৫তম অবস্থানসহ প্রিমিয়ার লিগ যুগের সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স।

স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের ২৬ বছরের দীর্ঘ সময়ে দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে ইউনাইটেডে কোনো কোচই তিন বছরের বেশি সময় টিকতে পারেননি। তবে ২০২৭ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ আমুরি চান দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ব পালন। তিনি বলেন, 'আমি থাকতে চাই, ২০ বছর থাকতে চাই। এটা আমার লক্ষ্য এবং আমি বিশ্বাস করি এটি সম্ভব। ফলাফলই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে, তবে আমি নতুন করে শুরু করতে প্রস্তুত।'

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সর্বশেষ ২০১৩ সালে ফার্গুসনের নেতৃত্বে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতেছে এবং ২০০৮ সালে চেলসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয় করে। আমুরি মনে করেন, এই দুই ট্রফি আবারও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরবে।

তিনি বলেন, 'আমার কোনো সন্দেহ নেই। এমন কিছু আছে যা কিনে নেওয়া যায় না যা এই ক্লাবের রয়েছে; উজ্জ্বল ইতিহাস, আবেগপ্রবণ সমর্থক এবং যথেষ্ট আর্থিক শক্তি। আমাদের চ্যাম্পিয়নস লিগ ছাড়াও অর্থ আছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। আমরা সবকিছু করছি।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR